STUDY MATERIALS
SEMESTER -2
COURSE -4

সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যের অবদান আলোচনা করো।

১২০৬ খ্রিঃ কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীতে সুলতানি শাসনের সূচনা করে। এই শাসন চলেছিল ১৫২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত। এই সময় পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের হাতে সুলতান ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলে ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা হয়।
অর্থাৎ ১২০৬ খ্রিঃ থেকে ১৫২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় ভারতে সুলতানি আমল সময় ভারত ইতিহাসের প্রচুর লিখিত উপাদান পাওয়া যায়।

সুলতানি যুগে মুসলমান পণ্ডিতরা ইতিহাসভিত্তিক কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করে ইতিহাস রচনার কাজ সহজ করে দেন। এগুলি রচিত হয়েছে আরবি ও ফার্সী ভাষাতে সমকালীন শিখ, মারাঠা ও রাজপুতদের লোকগাথা থেকেও ইতিহাসের নানা তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিদেশি পর্যটকদের বিবরণও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় বিদেশের দূত হিসেবে অনেকেই ভারতে এসেছিলেন। আবার কেউ কেউ এসেছিলেন নিছক দেশ ভ্রমণের নেশায়। এঁদের অনেকেই ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সকল বর্ণনা থেকে ভারতের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। এই সময় নির্মিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য থেকেও শিল্প-সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়। সর্বোপরি সুলতানি আমল থেকে সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়। এদের অধিকাংশই অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। তবে যেটুকু পাওয়া যায়, তার ইতিহাস-মূল্য অপরিসীম।

সুলতানি আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল অলবেরুণী রচিত 'তহকক্-ই-হিন্দ'। অলবেরুণীর এই গ্রন্থ থেকে তৎকালীন ভারতের সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কুতুবউদ্দিন আইবকের জীবনী ও কার্যাবলি এবং ইলতুৎমিসের আমলের ঘটনাবলি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল হাসান নিজামির 'তাজ-উল-মাসির' মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তবকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিনহাজ ছিলেন দিল্লীর প্রধান কাজী। ফলে সরকারি কাজকর্মের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ১২৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত সুলতানি শাসনের ইতিহাস জানার জন্য মিনহাজের গ্রন্থটি অপরিহার্য।

সুলতানি যুগের প্রখ্যাত কবি ছিলেন আমীর খসরু। খসরু রচিত 'খাজাইন-উল-ফুতুহ' গ্রন্থটি থেকে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া খসরুর 'মসনভী' নামক কবিতাগুলিও ইতিহাসের উপাদানে সমৃদ্ধ। জিয়াউদ্দিন বরণী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' এবং 'ফুতুহ-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থদ্বয় থেকে সুলতান ফিরোজশাহের আমল সম্পর্কে জানা যায়। সুলতানি যুগের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন মহম্মদ ইসামী। তাঁর। ইতিহাসমূলক বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ফুতুহ-উস-সালাতিন'। এতে সুলতান মামুদের আমল থেকে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমল পর্যন্ত সুলতানি শাসনের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া সুলতান ফিরোজশাহের আত্মজীবনী 'ফুতুহ- ই-ফিরোজশাহী', আফিস্ রচিত 'তারিখ-ই- ফিরোজসাহী, আব্বাস শেরওয়ানীর 'তারিখ-ই-শেরশাহী', আবদুল্লা রচিত 'তারিখ-ই-দাউদি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ থেকে সুলতানি যুগের উপাদান সংগ্রহ করা যায়।

সুলতানি আমলে বহু পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের রচনাবলিও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল আফ্রিকার পর্যটক ইবন বতুতা রচিত 'রেহালা'। মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁকে সরকারি পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সমকালীন ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া চীনা পর্যটক মাহুয়ান, ভেনেসীয় পর্যটক মার্কোপোলো, নিকোলোকন্টি এবং আরবীয় পর্যটক আব্দুর রজ্জাক প্রমুখের বিবরণও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ইবন বতুতার বিবরণী থেকেবঙ্গদেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সুখী ও সচ্ছল জীবনধারার কথা জানা যায়। তবে তিনি বাংলার আবহাওয়ার সমালোচনা করেছেন। একদিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা অন্যদিকে বসবাসের অযোগ্য পরিবেশ-এই কারণে তিনি বাংলাকে 'দোজখ-পুর-নিয়ামত' অর্থাৎ 'উত্তম জিনিসের পূর্ণ নরক' বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ফার্সী বা হিন্দী ভাষায় তাঁর দখল ছিল না। স্বভাবতই অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মনগড়া কথা লিখতে হয়েছে। এটুকু সীমাবদ্ধতা ছাড়া 'রেহালা' গ্রন্থের ইতিহাসগত মূল্য অপরিসীম।

মধ্যযুগের লিখিত বিবরণগুলি ব্যবহারের কাজে কিছুটা সাবধানতা দরকার। কারণ সুলতানদের অর্থ ও অনুগ্রহে লালিত লেখকদের বক্তব্যে সুলতান ও শাসনধারার প্রতি দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। পর্যটকদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তথাপি মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলিই প্রধান উপাদান।